এই ছিলেন আমাদের উমর رضى الله عنه পর্ব ২

আত্মীয়-স্বজনের কথা উঠলোই যখন, তাহলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর ঘটনা কীভাবে উল্লেখ না করা যায়। আগে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-কে চিনে নিন যে, তিনি কেমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

আব্দুল্লাহ শুধু হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর ছেলে ছিলেন না, নিজেও ছিলেন মহান সাহাবী, তাঁর যুগের বড় আলেম। যেন বাবা আমিরুল মুমিনীন ছিলেন, আর ছেলে ছিলেন আমিরুল মুমিনীন ফিল ইলম (জ্ঞানের আমির)।

হযরত উমর ফারুক (রা.) বলতেন, *"আমার সব সন্তান, আমার মাল-সম্পদ, আমার পরিবার-পরিজন সব যদি আমার জীবদ্দশায় চলে যায়, তাহলে আমি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়বো। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা যে, আব্দুল্লাহ আমার পরেও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুক। কারণ:*

জগতে তুমি যতদিন বেঁচে থাকো,

তোমার আশায় আমিও বেঁচে থাকি।"

যোগ্য সন্তান বাবার গর্ব, বাবার শক্তি এবং বাবার হাতিয়ার হয়। আব্দুল্লাহ শুধু আলেমই ছিলেন না, বরং বিষয় বোঝার ক্ষেত্রেও তিনি চূড়ান্ত দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এজন্যই যখন হযরত উমর ফারুক (রা.) আহত হলেন, তখন কিছু সাহাবী তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন:

"আব্দুল্লাহকে খলিফা মনোনীত করে দিন। আমাদের দৃষ্টিতে তিনি এর যোগ্য এবং আমরা তাঁর উপর আস্থা রাখি।"

এ কথা হযরত উমর (রা.)-এর স্বভাবেরও বিপরীত ছিল। তবুও তিনি বলেছিলেন:

"আমার উপর খিলাফতের বোঝা চাপানো হয়েছে, এটাই কি কম? এখন আবার আলে উমরের ঘাড়েও অন্যদের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে?"

এখানে একটু থামুন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর ঘটনা পরে বলছি। ভেবে দেখুন আমাদের এখানে কী হয়? ধর্মীয় রাজনীতি হোক বা দুনিয়াবী রাজনীতি—সব জায়গায় উত্তরাধিকারের ভাগাভাগি চলছে। আপনার জাতীয় সংসদের সদস্য, মন্ত্রী, উপদেষ্টা তাঁদের অধিকাংশের দাদা-প্রপিতামহও এই সংসদের অংশ ছিলেন।

কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করা হলেও হযরত উমর (রা.) তা প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তাঁর কাছে এই আমিরাত ও খিলাফত কোনো সম্মান নয়, বরং জবাবদিহিতা। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির হিসাব দিতে হবে যে, কারো প্রতি অত্যাচার বা জুলুম হয়েছে কি না।

হ্যাঁ, সেদিনের ঘটনা এমন হয়েছিল যে, আব্দুল্লাহ (রা.) মন খারাপ করে বসে পড়লেন। তিনি তো সেই খলিফার ছেলে, যাঁর সাম্রাজ্য আজকের সৌদি আরব, ইয়েমেন, কুয়েত, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন, জর্ডন, মিশর, ইরান এবং আরও অনেক রাষ্ট্র জুড়ে বিস্তৃত ছিল। অর্থাৎ দশ দশটা রাজত্বের রাজা।

একদিন গনিমতের মাল এলো। সমস্ত মদিনাবাসীকে ভাতা দেওয়া হলো। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-কে তুলনামূলক কম দেওয়া হলো, তাতে তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। কাছের বন্ধুরাও বললেন, *“হ্যাঁ ভাই, এটা আবার কেমন কথা!”*

দুঃখিত মনে তিনি বাবার কাছে এলেন এবং অভিযোগ করলেন:

“আপনি তো আমাকে উসামা ইবনে যায়েদ(রা.)-এর চেয়েও নিচে রেখেছেন। তাঁকে দুই হাজার দিনার পাঠিয়েছেন, আর আমাকে মাত্র দেড় হাজার।”

হযরত উমর (রা.) স্নেহময় দৃষ্টিতে প্রিয় পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন:

“প্রিয় ছেলে! আমি আমার নিজের ভালবাসাকে পেছনে রেখে দিয়েছি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বতকে প্রাধান্য দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা ইবনে যায়েদকে তোমার চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। তাই রাসূলের মহব্বতকে উমরের মহব্বতের চেয়ে বেশি সম্মান ও প্রাধান্য দেওয়া উচিত ছিল।”

উমর (রা.) সারা জীবন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতেন। তাঁর গোলাম আসলাম (রা.) বর্ণনা করেন:

“যখনই কোনো উত্তম ফল আসতো এবং আমিরুল মুমিনীনের ইচ্ছা হতো যে খাবেন, তখন সর্বপ্রথম উম্মাহাতুল মুমিনীন (রাসূলের পবিত্র স্ত্রীগণ)-এর জন্য পাত্র সাজিয়ে তাঁদের ঘরে পাঠাতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক স্ত্রীর অংশ আটকে রাখতেন। সবার অংশ পাঠিয়ে দেওয়ার পর সবশেষে সেই সাইয়্যেদাকে পাঠাতেন।”

জানেন তিনি কে ছিলেন এবং কেন তাঁর পালা সবশেষে আসতো?

যদিও তিনিও উম্মুল মুমিনীন ছিলেন, মুমিনদের মা ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে হযরত উমর (রা.)-এর কন্যাও ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত হাফসা (রা.)। আসলাম (রা.) বলেন, এর উদ্দেশ্য ছিল যে, যদি কোনো কমতি হয় বা কিছু কম পড়ে যায়, তাহলে তা তাঁর নিজের মেয়ের অংশে আসুক, অন্য উম্মাহাতুল মুমিনীনের অংশে যেন এক কণাও কম না হয়।

একটি কথা বলুন, একটি ঘটনা বলুন...

একদিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, যাঁরা প্রথম দিকের মুহাজির ছিলেন, তাঁরা অবশ্যই অধিক সম্মানিত। তাই তাঁদের সবার জন্য ভাতা নির্ধারণ করা হলো। প্রত্যেকের ভাগে চার হাজার দিরহাম পড়লো। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর পালা এলে তাঁকে তিন হাজার পাঁচশো দেওয়া হলো।

কেউ প্রশ্ন করলেন, *"হুজুর! সবাইকে চার হাজার আর আব্দুল্লাহকে সাড়ে তিন হাজার? তিনিও তো প্রথম দিকের মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁকে পাঁচশো কম দেওয়া হলো কেন?"*

তখন আমিরুল মুমিনিন বললেন:

"আব্দুল্লাহ তো তাঁর মা-বাবার সাথে হিজরত করেছিলেন।"

অর্থাৎ সতর্কতা ও আমানতদারির এমন অবস্থা যে, নিজের ছেলের হিজরতকে নিজের হিজরতের অধীনে গণনা করলেন এবং তাঁর অংশ কমিয়ে দিলেন।

এরপর সেই আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) নিজেই বর্ণনা করেন যে, তিনি জালুলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই যুদ্ধ ১৬ হিজরিতে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর নেতৃত্বে সংঘটিত হয় এবং ইরানিদের পরাজিত করা হয়।

ঐ ঐতিহাসিক যুদ্ধ থেকে মুজাহিদগণ ফিরে আসেন প্রচুর গনিমতের মাল নিয়ে। সেই মালের মধ্যে অনেক ছাগলও ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) চল্লিশ হাজার দিরহামে সেগুলো কিনে নেন।

এখন এত বড় সম্পদ আমিরুল মুমিনীনের ছেলের ঘরে চলে আসবে আর আমিরুল মুমিনীন চুপ করে থাকবেন এটা কীভাবে হয়?

মাল-সম্পদ থেকে বেপরোয়া উমর (রা.) তা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর কাছে চলে গেলেন।

স্নেহের সাথে কাছে ডেকে বললেন:

"আব্দুল্লাহ! যদি আমাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় এবং তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'হে আব্দুল্লাহ! তোমার বাবা উমরকে ফিদিয়া দিয়ে মুক্ত করে নিয়ে যাও' তাহলে তুমি কি আমাকে সেই আগুন থেকে মুক্ত করবে না?"

আব্দুল্লাহ (রা.) বুঝতে পারছিলেন না কী প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তিনি জ্ঞানী তো ছিলেনই, সাথে তাকওয়ার অধিকারী এবং যুগের ইমামও ছিলেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন:

"আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে প্রতিটি কষ্টদায়ক জিনিস থেকে মুক্ত করার জন্য আমার মাল এবং আমার জান কুরবান করে দিতে পারি।"

হযরত উমর (রা.)-এর চেহারা যেন জ্বলে উঠলো। তিনি এজন্যই বলতেন, *"আব্দুল্লাহ জীবিত থাকুক, আমার উমর জীবিত থাকুক।"*

আব্দুল্লাহর উত্তর শুনে আমিরুল মুমিনীন ছেলেকে বললেন:

"আব্দুল্লাহ! জালুলা থেকে যে ছাগলগুলো তুমি কিনে এনেছো, আমি মনে করি না যে তুমি তাদের সঠিক মূল্য দিয়েছো। লোকেরা তোমাকে ছাড় দিয়েছে কারণ তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবীর ছেলে এবং আমিরুল মুমিনীনের সন্তান। তাই তারা তোমাকে খুব সস্তায় মাল দিয়েছে। আমি মুসলমানদের আমির। এটা আমার দায়িত্ব। তাই আমি তোমার এই ছাগলগুলো আবার বাজারে নিলামে তুলবো এবং তোমাকে ততটুকুই লাভ দিবো যতটুকু মদিনার অন্যান্য ব্যবসায়ীরা পেয়ে থাকে।"

এরপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর সব ছাগল বাজারে পেশ করা হলো। বিক্রির পর তাঁর আসল টাকা ফেরত দেওয়া হলো। অন্য ব্যবসায়ীদের জিজ্ঞাসা করা হলো তাঁরা কত শতাংশ লাভ পেয়েছেন। সেই একই হারে আব্দুল্লাহ (রা.)-কে লাভ দেওয়া হলো। যে টাকা অবশিষ্ট রইলো, তা সব মুজাহিদদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দেওয়া হলো।

https://www.facebook.com/share/1AcyzK8JWd/